



আসাদ পারভেজ

ফিলিস্তিনে পুণ্য ইজরাইল

উদার ফিলিস্তিনে জায়োনিষ্ট বিশ্বাসঘাতকা ও দখলদারিত্বের পূর্বাঙ্গ ইতিহাস

ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল

(উদার ফিলিস্তিনে জায়োনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা
ও দখলদারিত্বের পূর্বাপর ইতিহাস)

আসাদ পারভেজ



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

আশ্রিত মেহমান যখন আপনার বাড়িঘর দখল করে, তখন কেমন লাগে বলুন? ষড়যন্ত্রকারী অভিশপ্ত জাতি যখন যুগ যুগ ধরে একটি জনপদে জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে, তখন কেমন লাগে বলুন? সারা দুনিয়ায় প্রত্যাখ্যাত ইহুদি জাতি আশ্রয় পেয়েছিল উদার ফিলিস্তিনের বুকে। সময়ের ব্যবধানে এই উদারতার মূল্য দিতে হলো। জন্ম থেকেই চক্রান্ত করতে অভ্যস্ত ইহুদি জাতি আশ্রয়দাতার পিঠে ছুড়ি চালিয়ে দিলো। নিজেদের মধ্যে সংঘাত, পেট্রো ডলারে অন্ধ মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের স্বভাবসুলভ উদাসীনতা আর ক্ষমতার নেশার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাশক্তির প্রত্যক্ষ মদদে অভিশপ্ত ইহুদি জাতি খুঁটি গেঁড়ে বসেছিল শান্তির আবাসভূমি ফিলিস্তিনের জমিনে। সময়ের ব্যবধানে যাযাবর ইহুদিরা উচ্ছেদ করতে শুরু করল তাদের, যারা একদিন তাদের তাঁবু তৈরি করে দিয়েছিল। পৃথিবী অবাক চোখে এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পেল। তবুও মুক্তি নেশায় খুন, রক্ত, শাহাদাতের মিছিল নিয়েই ছুটে চলছে মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিরা।

সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের ফিলিস্তিন ভূমি এই উপমহাদেশের কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষের কাছে অনেক আবেগের জায়গা। দখলদার ইজরাইলিদের জঘন্য নির্যাতনের আঘাত এত দূরে বসে আমরাও টের পাই, কষ্ট পাই। রাব্বুল আলামিনের বিশাল দরবারে কায়মনোবাক্যে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আর্জি পেশ করি।

‘ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল’ গ্রন্থে তরুণ লেখক ও গবেষক আসাদ পারভেজ মজলুম জনপদ ফিলিস্তিনের আদ্যোপ্রান্ত তুলে এনেছেন। শুধু আবেগ নয়; ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া থাকা উচিত। কীভাবে ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইলি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, কীভাবে শাসকশ্রেণি শোষিত হতে শুরু করল, তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এই গ্রন্থে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের নির্মাণ প্রক্রিয়ার জড়িত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। ফিলিস্তিন ইস্যুতে সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জনে বইটি সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

আজ হোক, কাল হোক— ফিলিস্তিন মুক্ত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

২৫ জুলাই, ২০১৯

বাংলাবাজার, ঢাকা।

শুরুর কথা

কলেজ জীবনের শুরু থেকেই পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ার অভ্যাস। সময়ের পরিক্রমায় অভ্যাসটা কখন যে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ও ইতিহাস অধ্যয়নে স্থায়ী রূপ নেয়- তা আমার অজানাই থেকে যায়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূরণের তাগিদে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানার আগ্রহ জন্মায়। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একত্ববাদী ধর্ম তিনটি। তিনটি ধর্মেরই জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)। এই তিনটি ধর্মকে (ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি) বলা হয় ‘ইবরাহিমি ধর্ম’। গত দুই হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে অধিকাংশ ধর্মীয় সংঘর্ষ অভ্যন্তরীণভাবে এই তিন ধর্মের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। আর এসব সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র নগরী ‘জেরুজালেম’। জেরুজালেমের ইতিহাস যেন পৃথিবীরই ইতিহাস। একসময় জেরুজালেমকে তামাম দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হতো। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ধর্মগুলোর আন্তঃসম্পর্ক চরম বাজে অবস্থায় এবং অব্যাহতভাবে সংঘর্ষ চলমান।

ইবরাহিম (আ.), দাউদ (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)সহ অসংখ্য নবি এই নগরীর পাথর মাড়িয়েছেন। জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে মিরাজের সময় হজরত মুহাম্মদ (সা.) নবিদের নামাজের ইমামতি করেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মুসলিম জাতির নিকট পবিত্র ভূমি। ইহুদিদের দেবতা জিহোভার গৃহ কিংবা সোলায়মান (আ.)-এর ইবাদতগৃহের ধ্বংসপ্রাপ্ত কান্নার দেয়ালকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম ইহুদিদের নিকট প্রতিশ্রুত ভূমি। যিশু বা ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বেথেলহাম, থাকার ঠিকানা নাজারেথ, সর্বোপরি বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন ক্যালভারি পর্বতে। যিশুর জন্মস্থানের খ্রিষ্টান উপাসনাঘর এবং সমাধিস্থলের গির্জাকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টান সমাজে জেরুজালেম পুণ্যভূমি। ইবরাহিমি তিনটি ধর্মের প্রত্যেকটির কাছেই ফিলিস্তিন নিজ নিজ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক ধর্মের নিকট এটি পবিত্র, ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের নগরী। বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবাধ পদচারণায় মুখরিত এই জনপদ তাই সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীই মনে করে- এই জনপদ শুধুই তাদের। প্রত্যেকেই এই জনপদকে ভালোবাসেন। ফলত এই জনপদ নিয়ে কেউ ন্যূনতম ছাড় দিতে রাজি নন।

ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মে অনুসারীর সংখ্যা সময়ের সাথে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ইহুদিদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে যায়। ফলে ইহুদি জনগোষ্ঠীকে অনেকেই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বলে। ইহুদি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে তামাম দুনিয়ার ক্ষমতা। গত বিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি ৭৩০ কোটি মানুষ সমাজকে বিচলিত করে তুলেছে ইহুদি গোষ্ঠী।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিলিস্তিন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ব প্রচারমাধ্যম, সমরাস্ত্র থেকে প্রযুক্তি— সবক্ষেত্রে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা ইতিহাসে বিরল। মধ্যপ্রাচ্য মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মধ্যপ্রাচ্যে অর্ধশত কোটির ওপরে মুসলমানদের বসবাস। দুনিয়ার দু-চারটি দেশ ব্যতীত সকল দেশে প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমানদের বসবাস। বিপরীতে ইহুদির বসবাস মাত্র এক কোটি বিশ লাখ। তারাই খ্রিষ্টান জাতির সহযোগিতা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ফোরণোন্মুখ ও দীর্ঘ রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে, যার স্কুলিঙ্গ তামাম দুনিয়ায় বিরাজমান।

মুসলিম বিশ্বে তথাকথিত সম্ভ্রাসের উত্থান কেন এবং তার পেছনে নেপথ্যের নিয়ামক শক্তির ধারক ও নায়ক কারা— মুসলিম জাতির তা জানা প্রয়োজন। খ্রিষ্টান ও ইহুদি লবি কীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পেছনে কাজ করে, তা অবগত না হতে পারলে মুসলিম জাতির চলার পথ কঠিন হতেই থাকবে। কেন আজ নিজ ভূমিতে পরাধীন ফিলিস্তিনের মজলুম বনি আদম? উত্তর জানা জরুরি।

আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সমৃদ্ধ ইতিহাসের তথ্যগুলোকে সংযোজিত করেছি। তথ্যসন্ধানী কোনো একজনের জ্ঞানার্জনেও এই গ্রন্থ সহায়ক বলে বিবেচিত হলে নিজের কাছে নিজেকে গর্বিত অনুভব করব। বেশ কয়েকটি বই, আন্তর্জাতিক জার্নাল, ওয়েবসাইট, আন্তর্জাতিক মিডিয়া, দেশীয় প্রচারমাধ্যম— সবকিছু একত্রিত করে নিজ গবেষণা থেকে নির্ভুলযোগ্য তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ‘ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল’ গ্রন্থ সাজানোর চেষ্টা করেছি।

সময়ের আলোচিত প্রকাশনা সংস্থা ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। গার্ডিয়ান টিম বইটি নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছে, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে বরকত হিসেবে কবুল করুন।

বইটি পাঠকদের তথ্য-সমুদ্রে একফোঁটা জল এনে দিক।

আসাদ পারভেজ

ওয়ারি, ঢাকা।

২৫ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

জেরুজালেম : ইতিহাস যেখানে আবর্তিত হয়	১১
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড : ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবি	২৬
ইহুদি ধর্ম	৩২
ফিলিস্তিনে নবি ও রাজাদের আগমন	৩৭
ঈসা (আ.) ও ফিলিস্তিন	৫২
ফিলিস্তিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমণ	৬০
চার খলিফার শাসনামলে জেরুজালেম	৬২
উমাইয়া খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৬৬
আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৭৯
ফাতিমীয় খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৭০
ক্রুসেড	৭৪
আইয়ুবীয় সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন	৮২
মামলুক সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন	৯৩
উসমানীয় খিলাফতে ফিলিস্তিন	১০০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল	১২৫
মিশর ও জেরুজালেম	২০৮
হামাস ও ফাতাহ	২৮১

জেরুজালেম : ইতিহাস যেখানে আবর্তিত হয়

বুকে ধূসর পাহাড়ের মালা। দেহে অসংখ্য খেঁজুর গাছ। দিগন্ত জুড়ে ঢেউ তোলা বালুরাশি আর কতক মানব সন্তান। এ নিয়েই প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক কালজয়ী রাজ্য ‘ফিলিস্তিন’। কেন্দ্র জেরুজালেম তার রাজধানি।

সভ্যতার আদিলগ্নে জেরুজালেম ছিল একটি মরুশহর। ‘জেরুজালেম’ নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক ইতিহাস, ঐতিহ্য, বীরত্ব ও উত্থান-পতনের প্রতিচ্ছবি। লুকিয়ে আছে ধর্মীয় আবেদনে ভরপুর প্রাচীন জনপদের হাজারো বছরের কথামালা। এই প্রাচীন মরুশহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর তিনটি বিশ্বাসের রূপরেখা; ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম বিশ্বাস। আজকের ফিলিস্তিন ও ইজরাইল রাষ্ট্র নিয়ে বিশ্বময় যে দুই মেরুভিত্তিক সংঘাত, হানাহানি ও যুদ্ধ-তা মূলত এই মরু শহর জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই। একদা শান্তির আবাসভূমি জেরুজালেম আজ নিত্য রক্তের বীভৎস খেলায় মত্ত।

বর্তমানে ১২৫ বর্গ কি. মি. আয়তনের পবিত্র ভূখণ্ড জেরুজালেম সমুদ্রকোল থেকে প্রায় ২৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অবশ্য পূর্বদিকের অলিভস পর্বতের উচ্চতা প্রায় ২৭২৪ ফুট। দণ্ডায়মান খাড়া দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত এই মরু শহর। গ্রিনউইচ শহরের মধ্যরেখা থেকে ৩৫°/১৮’/৩৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ৩১°/৪৬’/৩৫ উত্তর অক্ষাংশে পবিত্র ভূখণ্ডের অবস্থান। যে স্থানের জন্য জেরুজালেম পৃথিবীতে পবিত্রতর স্থান বলে সুপরিচিত, তার নাম ‘কেনান’। পরে এর নাম হয় জুডিয়া বা জুডা, তারপর ফিলিস্তিন। সর্বশেষ হাল আমলে এসে এই ভূখণ্ডেরই একটা অংশ নিয়ে মানবজাতির বিষফোঁড়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ‘ইজরাইল’ নামক একটি রাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের এই পবিত্রতর ভূখণ্ডের আরও একটা নাম আছে— বিবলিকেল হলি ল্যান্ড।^১

১. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার?, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ.১৫২, ১৫৩ ও ১৬০।

এই সব কয়টি নামের নিজস্ব সভ্যতা ও ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাস রয়েছে। তবে কেনান নামটি অতি পুরাতন। এই নামটির ইংরেজি বানান Channan হলেও প্রচলিত বানানটি হচ্ছে Canaan।

নিকট অতীতে পশ্চিম জেরুজালেমে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা। যাযাবর অবস্থায় থাকা ইহুদিদের একটি অংশ মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করে। সে টাকায় জেরুজালেমের হাজার বছরের চেহারাকে অভিবাসী ইহুদিরা চকচকে আর কেতাদুরস্ত করে তুলেছে।

আদিবাসী ও নিরীহ মুসলমান সন্তানদের বসবাস পূর্ব জেরুজালেমের প্রচীরঘেরা ধূসর, বিবর্ণ, আতুড় ঘরের মতো। এই চেহারার কোলে অবস্থান করছে মুসা (আ.)-এর সমাধি, প্রার্থনাগার ও নবিজির স্মৃতি বিজড়িত হারাম-আল শরিফ। যেখানে অবস্থিত হয়েতুল বুরাক বা বোরাকের দেয়াল। এই দেয়ালটিকে ইহুদিরা বলে- কান্নার দেয়াল। রয়েছে সোনালি গুম্বুজওয়ালা কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ বা ডোম অব দ্যা রক। এ ছাড়া ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাস, যা আল আকসা নামে পরিচিত।

পূর্ব জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে খ্রিষ্টানদের বানানো যিশুর সমাধিগৃহ। মূলত যিশুর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্রাট কনস্টানটাইন এই সমাধিগৃহ নির্মাণ করেন।

সভ্যতার আদিতে জেরুজালেম

পৃথিবীর তিনটি ধর্মানুসারীদের এই পবিত্র ভূমির সঙ্গে মিশে আছে অনেক শিকড়ের ইতিহাস। বহুকাল পূর্বে আল্লাহপাক সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দিতে এক প্রলয়ংকারী মহাপ্লাবনের আয়োজন করেছিলেন। সে মহাপ্লাবনের করাল গ্লাসে ধ্বংস হয়েছিল সমস্ত মানবকুল। তবে বেঁচে গিয়েছিল কেবল নুহ^২ (আ.) ও তাঁর নৌকার সওয়ারিগণ। এর মাঝে আশিজন নারী-পুরুষের সাথে নুহ (আ.)-এর (কিছু ঈমানদার) পরিজনবর্গও ছিল।

নুহ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল হ্যাম। হ্যামের পুত্র কেনান। কেনান^৩-এর বংশধরদের বলা হয় কেনানাইট। এই কেনানাইটরাই খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে ফিলিস্তিনে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম হয় কেনান।^৪ কেনান ছিল তৎকালীন সময়ে ভূমধ্যসাগরের ওই অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রধান। এই ইতিহাসের সাথে মিশে আছে সেমিটিক জাতি থেকে আলাদা হয়ে হিব্রুদের নিজস্ব রাজ্য গড়ে তোলার কাহিনি।

২. ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের নিকট তিনি নোয়ার।

৩. নুহ (আ.) এর কনিষ্ঠ পুত্র হ্যাম-এর কনিষ্ঠ পুত্র কেনান।

৪. এম এ কাউসার, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ. ১০২।

ইহুদিদের ওই সকল পূর্বপুরুষ, যাদের তারা ইজরাইলাইট বলে পরিচয় দেয়, তারা মিশর থেকে ফিলিস্তিনে ফেরার পথে (Exodus) জুডা ও বেঞ্জামিন নামক দুটো প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাখেলের বড়ো সন্তান ইউসুফ (আ.)-এর পুত্র ছিল জুডা। কেনান রাজ্যের যে অংশে জুডার অনুগামীদের বসবাস, সেই অঞ্চলকে জুডিয়া (The Land of Judea, beyond Jordan) কিংবা জুডিয়া প্রদেশ (The Province of Judith) বলা হতো।^৫

ফিলিস্তিন নামকরণ : ফিলিস্তিন শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু শব্দ ‘পেলেসেত’ থেকে। যার অর্থ-ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষা লম্বা-চওড়া এক ফালি কাপড়ের টুকরার মতো ছোট উপত্যকা। বিপরীতে শব্দটির নীতিগত ব্যাখ্যা হলো- রাজা সলোমনের প্রাসাদ। প্যালেস শব্দটি সম্প্রসারিত হয়ে পেলেসেত বা প্যালেস্টাইন হয়। আরবি ফিলিস্তিনের গ্রিক নাম ‘প্যালেস্টাইন’।

এ ছাড়া ইতিহাস থেকে আরও একটি ঘটনা জানা যায়- আজাই নামের এক ব্যক্তির পুত্রের নাম প্যালাল। জেরুজালেমের দেয়াল মেরামতের কাজে প্যালাল অর্থ ও জনবল দিয়ে নেহেমিয়া নামে জুডাগোষ্ঠীর এক মর্যাদাসম্পন্ন নেতাকে সাহায্য করেন। সময়ের স্রোতে প্যালাল শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। দার্শনিকদের ধারণা, এই প্যালাল থেকেই ফিলিস্তিন শব্দের উৎপত্তি।^৬

ঐতিহাসিক কেনান এলাকাটি সময়ের দাবিতে ফিলিস্তিন ও জুডা অতঃপর ফিলিস্তিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আগে থেকেই ফিলিস্তিনে বসবাস করত স্থানীয় আদিবাসীরা। অপরদিকে খ্রিষ্টপূর্বে ১২৯০ সালে ইয়াকুবের বংশধরেরা নবি মুসা (আ.)-এর হাত ধরে কেনানের পাশ্ববর্তী সিনাই পর্বতের পাদদেশে ৪০ বছর অবস্থান করেন। এরপরে জুডা তারা অংশে অভিবাসী হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুজালেমের মহাপবিত্র ঘরটি ধ্বংস হওয়ার ইহুদিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় জেরুজালেম এলাকাটি রোমানদের অধীনে ছিল। ৭০ সালে রোমান সম্রাটের প্রধান সেনাপতি পম্পের নির্দেশে ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর ইহুদিদের নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানেও ইহুদিদের চরম বিশৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়ে রোমানরা ১৩২-১৩৫ সালে তাদের কঠোরভাবে দমন করে। তখন এলাকাটিতে ইহুদিদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় চলে আসে। এরপর রোমানরা ফিলিস্তিন ও জুডা অঞ্চলকে এক নামে ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এর নাম রাখেন সিরিয়া ফিলিস্তিন। পরে শুধু ফিলিস্তিন নামে ডাকা হয়।

একমসয় ফিলিস্তিন প্রদেশকে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসনাধীনে আরব বিজয়ীগণ প্রাচীন বাইজেন্টাইন প্রদেশের যে অঞ্চলে প্রশাসনিক ও সামরিক জেলা স্থাপন করেন, সে অঞ্চলকেই ফিলিস্তিন নামে অভিহিত করেন।

^৫. Old Testament .

^৬. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার? পৃ.১৫৫।

বর্তমান ফিলিস্তিনের সরকারি নাম দাওলাতু ফিলাসতিন। রাজধানী পূর্ব জেরুজালেম (ঘোষিত), প্রশাসনিক রামাল্লাহ, বৃহত্তম শহর গাজা ভূখণ্ড। ১৫ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আলজেরিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর একে একে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো স্বীকৃতি দেয়। ২৯ নভেম্বর ২০১২ সালে মার্কিন চাপ সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৩৮ ভোটে দেশটিকে (Observer entity) পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের পর্যায় থেকে ‘Non-Member Observer State’ পর্যায়ে স্বীকৃতিদান করে।

জাতিসংঘের এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে মূলত একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ২০১৩ সালে ‘Palestinian National Authority’ নামের পরিবর্তে ফিলিস্তিন ‘State of Palestine’ নামে পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে সংস্থাটির ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ১৩৪ জন সদস্য (৬৯.৪%) ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পশ্চিম তীর ৫৮৫৫ বর্গ কি.মি., (মৃত সাগর ২২০ বর্গ কি.মি.) ও গাজা ভূখণ্ডের ৩৬৫ বর্গ কি.মি.^৭ মিলে বর্তমান ফিলিস্তিনের আয়তন ৬২২০ বর্গ কি.মি. (২৪০১.৫৬ বর্গ মাইল)। ১ জুলাই ২০১৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৫৪৯, যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪৩ লাখ ১০ হাজার ৩৫। ২০১৩ সালের পরে আদমশুমারি না হলেও ২০১৬ সালে লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪৮১৬৫০৩ জনে দাঁড়ায়। অপরদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিন দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী দেশটির আয়তন ৬০২০ বর্গ কি.মি. এবং লোকসংখ্যা চার মিলিয়ন (পশ্চিম তীর ২.৫ মিলিয়ন ও গাজায় ১.৫ মিলিয়ন)।^৮

মোটামুটিভাবে সামারিয়া, উপকূলীয় অঞ্চল ও জুডা নামক স্থান নিয়ে ফিলিস্তিন গঠিত। যার উত্তর দিকে কার্মেল পর্বত হতে দক্ষিণে গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম অংশে মধ্যম ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন পর্বতশ্রেণি রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটির উচ্চতা ১ হাজার মিটারের বেশি। উত্তর দিকে সামারিয়ার পর্বতশ্রেণি, দক্ষিণ দিকে হেবরন পর্বতমালা এবং কেন্দ্রস্থলে জুডা পর্বতশ্রেণি। এ পর্বতশ্রেণির পশ্চিম দিকে উপকূলবর্তী সমতল ভূমিসংলগ্ন এবং পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ শুষ্ক ও তৃণাবৃত প্রান্তর পর্যন্ত প্রসারিত।

ফিলিস্তিনের কেবল নাবলুস শহরে নদী রয়েছে। জায়তুনের তেল, ছোটো আঞ্জির, খুরনুব, মুনাক্কা, বিভিন্ন ধরনের কাপড় ও সাবান, সেব, পনির, আয়না, আনারস, প্রদীপ, আরিহায় নীল, সুঁই, শ্বেত ও মর্মর পাথর ইত্যাদি নানা রঙানি পণ্য মুসলিম শাসনামল থেকেই ফিলিস্তিনকে সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

^৭. Palestinian Central Bureau of Statistics (Estimated Population in the Palestinian Territory Mid-Year by Governorate, 1997-2016).

^৮. Ministry of Tourism and Antiquities; Jica (PSTP).

ফিলিস্তিনে প্রথম মানব বসতি : ফিলিস্তিনে প্রথম মানব বসতি শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে সেমিটিক জাতির একটি শাখার মাধ্যমে। এই সেমিটিক জাতির শুরু হয়েছিল নুহ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র সেমের কাছ থেকে। এরাই সময়ে পরিক্রমায় পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ভাষা ও গোত্রে বিভক্ত হয়। যেমন : আরাবিক, অ্যামহারিক, জিউস, নিও-সিরিয়াকসহ আরও অনেক গোত্র।^৯ কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এদের বেবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, পারসিক, ফিনিসীয়, মিশরীয় ও হিব্রু জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এরাই মধ্যপ্রাচ্যে হিব্রু সভ্যতা গড়ে তোলে।

নানান দেশে ফিলিস্তিনিরা^{১০}

জর্ডান-২৮৩৯৬৩৯; লেবানন-৪২১২৯২; সিরিয়া-৪২২৬৯৯; মিশর-৬২৮৪৬; সৌদি আরব-৩১৪২২৬; কুয়েত ও উপসাগরীয় দেশ-১৬৬০৮৬, লিবিয়া এবং ইরাক-১১৭২৭৬; যুক্তরাষ্ট্র-২৩৮৭২১; অন্যান্য আরব দেশ-৬৬২১; অন্যান্য দেশসমূহ-৩০৩৯৮৭; পশ্চিম তীর-২৫১৭০৪৭; গাজা স্ট্রিপ-১৪৯৯৩৬৯; ইজরাইল (১৯৬৭ সালের পূর্বে)-১৪১৬৩০০; ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে-৫৪৩২৭১৬; ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের বাইরে-৪৫০২২৩৬; বিশ্বে মোট ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা-৯৯৩৪৯৫২।

ইজরাইল নামকরণ

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইজরাইল শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৮ সালে। তবে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, ইসহাক (আ.) বা আইজাকের কনিষ্ঠ পুত্র জাকোব বা ইয়াকুব (আ.)-এর স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাম ছিল ‘ইসরাইল’। পবিত্র কুরআনে বনি ইসরাইল নামে একটি সূরা রয়েছে, যেখানে ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। প্রথম স্ত্রী লাইয়া বিনতে লাইয়ানের মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ.) রাহেলকে বিয়ে করেন। ছোটো ছেলে বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তিনিও মারা যান। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীদের দুই দাসীকেও তিনি বিয়ে করেন। এতে করে তাঁর মোট স্ত্রীর সংখ্যা হয় চারজন।

ইয়াকুব (আ.)-এর চার স্ত্রীর ঘরে বারোজন পুত্র ও কয়েকজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মেয়েদের মধ্যে শুধু একজনের নাম পাওয়া যায়।^{১১} হিব্রু বাইবেল অনুসারে তাঁর বারো ছেলের নাম : রেইবেন, সিমোন, লেভি, জুদাহ, দান, নাফতালি, গাদ, আশের, ইসসাচার, জেবুলুন, মেয়ে দিনাহ, জোসেফ (ইউসুফ আ.), বেনিয়ামিন।^{১২} বারো পুত্র থেকে বৃদ্ধি পাওয়া বারোটি পরিবারই

^৯. হিব্রু বাইবেল।

^{১০}. Palestinian Academic Society for the Study of International Relations, CHME, p. 536.

^{১১}. ইহুদি বাইবেল।

^{১২}. Tribe of Israel।

বনি ইসরাইল নামে খ্যাত। এই বারোটি গোত্রের সবাই নিজেদের ‘বনি ইসরাইল’ নামে পরিচয় দেয়। সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে এরা নানান ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এভাবেই একটা সময় কেনান ভূখণ্ডটি পরিচিত হয় ‘প্যালেস্টাইন’ ও ‘জুডা’ নামক দুটো পৃথক রাজ্যে।

আসিরিয়দের হাতে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুজালেমের মহাপবিত্র ঘরটি ধ্বংস হওয়ার ফলে ইহুদিরা দিশেহারা হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, যা ইতিহাসে Diaspora বা নির্বাসন নামে খ্যাত। শুরু হয় তাদের যাযাবর জীবন। তারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জীবনযাপন করতে থাকে।

প্রায় দুহাজার বছরের যাযাবর জীবনের শেষ দিকে এসে ১৮৯৭ সালে থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে ইহুদিরা হারানো ভূমিকে Eretz Israel বা ইজরাইলের বাসভূমি কিংবা শুধু ইজরাইল নাম ব্যবহার করা শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের বুকের যে অংশে তারা জোর করে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তার নাম দেয় ‘ইজরাইল’।

বাইবেল মতে ফিলিস্তিন বা কেনানীয় রাজ্যের সীমানা হলো— জর্ডান ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। বর্তমানে তা ইজরাইল, পশ্চিম তীর, লেবানন ও উপকূলীয় সিরিয়ার বিশাল ভূমি।^{১৩}

ইজরাইলের ভৌগলিক অবস্থান

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব ও লোহিত সাগরের উত্তর তীরে দেশটির অবস্থান। এর পূর্বে জর্ডান ও ফিলিস্তিন অধ্যুষিত ভূমি পশ্চিম তীর, পশ্চিমে গাজা উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর, উত্তর সীমান্তে লেবানন এবং উত্তর-পূর্বে সিরিয়া অবস্থিত।

অন্য একটি মতানুযায়ী— ফিলিস্তিন, প্যালেস্টাইন, কেনান, জুদাহ, জুডা, জুদাই, ইজরাইল, কানান প্রত্যেকটি নামই একটি ভূমিকে নির্দেশ করে। মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের নিকট এই ভূমি পুণ্যভূমি, কিন্তু ইহুদিদের নিকট প্রতিশ্রুত ভূমি। ভূখণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল, প্রস্থ ১০০ মাইল। অর্থাৎ রাজ্যটি যে বিশাল ভৌগলিক এলাকা জুড়ে ছিল, এমনটা ধারণা করা যায় না।

২০০৮ সালের আদমশুমারি মোতাবেক দেশটির জনসংখ্যা ৭৪১২২০০ জন এবং ২০১৬ সালের এই সংখ্যা প্রায় ৮৫৪১০০০ জন।^{১৪} যার মধ্যে ৬১ লাখ ইহুদি বাকিরা মুসলমান। জবরদস্তি করে প্রতিনিয়ত দেশটি তার সীমারেখা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশটির আয়তন ২২০৭২ বর্গ কি.মি.।

বর্তমানে জাতিসংঘের অধিভুক্ত ৩১টি রাষ্ট্র (মূলত মুসলিম) ইজরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে তো নেয়নি; বরং তারা মনে করে— দেশটি স্বাধীন রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের বুকের ওপর জবর দখল করে বসে আছে।

^{১৩}. Tubb, Jonathan N. (1998) Canaanites, University of Oklahoma Press, p.13.

^{১৪}. Israel Central Bureau of Statistics

এই স্বীকৃতি না দেওয়ার তালিকায় বাংলাদেশ আছে। বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ইজরাইলে যেতে পারে না। তবে আরব দেশ মিশর, জর্ডান ও তুরস্কসহ ১৬১টি দেশ ইজরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তা ছাড়া ১৭০টি দেশের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

দেশটিতে ৩৩টির মতো ছোটো-বড়ো ভাষা রয়েছে। কিন্তু আরবি ও হিব্রু বর্তমানে তাদের সরকারি ভাষা। তাদের ব্যবহৃত হিব্রু ভাষাটি ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে হিব্রু ভাষার নানান উপভাষা নিয়ে গঠিত হয়েছে।

ইজরাইল জেরুজালেম, হায়ফা, মধ্য জেলা, উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা, তেলআবিব ও জুডিয়া অ্যান্ড সামারিয়া এলাকা নিয়ে গঠিত।

দেশটি পুরো জেরুজালেমের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশ তা মেনে নেয় না। তবে পশ্চিম জেরুজালেমের ব্যাপারটি মেনে নিতে অনেকে দেশই সম্মত হয়েছে। এখানে ইজরাইলের বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকে অবস্থিত। তা ছাড়া দেশটির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র এবং সাড়ে চার লাখ মানুষ নিয়ে তেলআবিব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। হাইফা দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম শহর। শহরটির মাউন্ট কারমেল ও কিশোন নদীর কথা হিব্রু বাইবেলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার সময় হাইফার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ৯ম শতকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে শহরটির বন্দরের সাথে মিশরীয় বন্দরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। লোহিত সাগরের উত্তরে ইলাত এলাকাকে ১৯৪৯ সালে শহরে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ৫০ হাজার ইজরাইলি শহরটিতে বসবাস করে।

ফিলিস্তিন : তিনটি ধর্মের কেন্দ্র

ফিলিস্তিন তিনটি ধর্মের পবিত্রতম স্থান। আর এই তিনটি ধর্মের (ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদি) জনক হলেন ইবরাহিম (আ.)। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী- ইবরাহিম (আ.) হলেন মুসলিম জাতির পিতা। খ্রিষ্টান ধর্ম মতে- ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধর হলো যিশু অর্থাৎ ঈসা (আ.)।^{১৫} আর ইহুদি ধর্ম মতে- ইবরাহিম (আব্রাহাম/আব্রাম) (আ.)-এর বংশ হতেই মুসা (আ.)-এর (মোসি) আগমন ঘটে।

ইহুদিরা বলে- খ্রিষ্টপূর্ব একুশ শতকে ইহুদিদের আদি পিতা (Patriah) আব্রাহাম/ইবরাহিম (আ.) মেসোপটেমিয়ার 'উর' নগরে (বর্তমান ইরাক) জন্মগ্রহণ করেন।^{১৬} তৎকালীন প্রসিদ্ধ ক্যালডীয় উর নগরী ছিল সুমেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। এলাকাটি বর্তমানে ইরাকের বসরা শহরের কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৬০ সালে আরব মরুভূমির দক্ষিণ থেকে যাযাবর শত্রুরা উত্তরে এগিয়ে এসে উর শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

^{১৫}. বাইবেলের নতুন নিয়ম নামক পুস্তকমালা অনুযায়ী খ্রিষ্টানরা যাকে যিশু বা যিশু খ্রিষ্ট ডাকে (^ BBC-Religion & Ethics- 566, Christianity, BBC, 2008-10-01; মুসলিম ঐতিহ্য ও পরিভাষায় অনুসারে তিনি ঈসা (আ.)।

^{১৬}. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার? জ্ঞানপীঠ পাবলি., কোলকাতা, পৃ.২৭।

ফলে আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম (আ.) পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মেসোপটেমিয়ার সর্ব উত্তর সীমানায় অবস্থিত হেরান শহরে চলে আসেন। কিন্তু ইবরাহিম (আ.) তাঁর তাওহিদবাদী ধ্যানধারণার জন্য খুব বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেননি।^{১৭} সেখান থেকে তিনি ফিলিস্তিনের দক্ষিণাংশে উর্বর এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

ইবরাহিম (আ.)-এর নেতৃত্বে কেনানে তাঁর বংশধররা বসবাস শুরু করলেও সুখের চাবিকাঠি খুব বেশিদিন থাকেনি। ব্যবিলোনিয়নে আসিরীয় ও গ্রিকদের ক্রমাগত হানা ও অত্যাচারে ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধররা নাজেহাল হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা যাযাবর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।^{১৮}

ইসহাক (আ.); কেনানের দ্বিতীয় নেতা

ইবরাহিম (আ.)-এর দুই ছেলে ছিল। ইসমাইল ও ইসহাক। তারা দুজনই নবি ছিলেন। ইসহাক (আ.)-এর জন্ম হয় কেনানে; আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সনে। তাঁর বংশে অনেক নবি এসেছিলেন। তাঁর পুত্র ইয়াকুব (আ.) থেকেই বনি ইসরাইলের সূত্রপাত হয়। ইসহাক (আ.) আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সনে মৃত্যুবরণ করেন। ফিলিস্তিনের হেবরনে তাঁর সমাধি রয়েছে। ধারণা করা হয়, তিনি ১৮০ বছরের বেঁচে ছিলেন। ইহুদিরা মনে করে— তিনি তাদের ধর্মীয় পিতা এবং ইবরাহিম (আ.)-এর উত্তরসূরি হিসেবে কেনানের দ্বিতীয় নেতা।

ইসরাইলিদের মিশরে আগমন

ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহেলের ঘরে দুই সন্তান ছিল; ইউসুফ (আ.) ও বেনিয়ামিন। দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় রাহেল মৃত্যুবরণ করেন। ফলে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন সৎমায়ের ঘরে লালিত-পালিত হতে থাকেন। ইউসুফ অন্য ভাইদের তুলনায় অধিক মেধাবী ও সুন্দর হওয়ায় তারা ইউসুফকে হিংসা করা শুরু করে। হিংসা এতটা মরাত্মক রূপ ধারণ করে যে, তারা একপর্যায়ে ইউসুফকে মারার জন্য কুয়ায় ফেলে দেয়। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বেঁচে যান। একদল বণিক তাকে কুয়া থেকে উদ্ধার করে মিশরে এনে সে দেশের অর্থমন্ত্রীর কাছে বেচে দেন। সময়ের পরিক্রমায় ইউসুফ (আ.) মিশরের ফারাও-এর প্রিয় পাত্রের পরিণত হন। তাঁর মেধা ও গুণে মুগ্ধ হয়ে শাসনকর্তা ফারাও তাকে রাজ্য সভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করেন। একসময় ইউসুফ (আ.) রাজা ফারাও-এর পক্ষে মিশরের রাজকার্য পরিচালনা শুরু করেন। পরে তিনি তাঁর বাবা, ভাই ও বোনদের কেনান থেকে মিশরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন।

^{১৭}. এম এ কাউসার, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক), পৃষ্ঠা-১০২।

^{১৮}. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার?, পৃ. ২৭।

পুত্রের আহ্বানে ইয়াকুব (আ.) এগারো পুত্র ও এক কন্যা সন্তানসহ পরিবারের সকল (৭০ জন) সদস্যকে নিয়ে মিশরে চলে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরগণ মিশর রাজ্যে অন্যদের তুলনায় অর্থশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী হয়ে ওঠেন। ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধররা সম্মান, প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি, অর্থ, সুখ ও শান্তিতে প্রায় ৪৩০ থেকে ৪৫০ বছর মিশরে বসবাস করেন। একসময় তাদের সমৃদ্ধি মিশরীয়দের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালে মিশরের রাজা তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন।

বনি ইসরাইলের দাসত্বের কাহিনি

কালক্রমে ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি পায়। ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের সংখ্যা, প্রাচুর্য, সামাজিক মর্যাদা, শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি একসময় মিশরের ক্ষমতামূলক ফারাও-এর (Pharaoh) চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফারাও আশঙ্কা করল, একদিন বনি ইসরাইলদের হাতে হয়তো তাকে রাজ্য ছেড়ে দিতে হবে। রাজা ফারাও অগ্রিম সতর্কতামূলক চিন্তা থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন— নবির বংশধরদের আর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। তাই তিনি তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে— খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ সালে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে প্রায় ৩৬১৯ বছর পূর্বে মিশরের ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামিসেস তার বাণিজ্যিক শহরগুলোর নির্মাণ কাজের জন্য বনি ইসরাইলদের ধরে নিয়ে আসেন। তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে নির্মম নির্যাতন চালান। পিরামিড তৈরির জন্য বিশাল বিশাল পাথরের চাই (২.৫ থেকে ৭ টন) বয়ে আনতে বাধ্য করেন। এ ছাড়া বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণসহ কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলো তাদের মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া হয়।

এত নির্যাতনের পরও দেখা গেল ইজরাইলিদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তখন ফারাও আদেশ করেন, ইজরাইলিদের নবজাতপুত্রগুলোকে নদীতে ফেলে হত্যা করা হোক। শুরু হয় নবজাতক হত্যার ঘৃণ্য মিশন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় একটি শিশু। এই বেঁচে যাওয়া শিশুটিই পরবর্তী সময়ে বনি ইসরাইলের মুক্তির দিশারি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনিই হলেন মুসা (আ.)। ইহুদিদের পরিভাষায় মোসায়া, মোজেস বা মোসি।

বনি ইসরাইলিদের মুক্তির উদ্দেশ্যে মুসা (আ.)

আমরা অনেকেই জানি— মিশরে ইজরাইলিদের যখন চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা, তখন তাদের এক পরিবারে জন্ম নেয় এক শিশু, যার নাম মুসা। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০-১২০০ সালের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার জীবন বাঁচাতে তাঁর মা তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ঘটনাচক্রে শিশু মুসা নদী থেকে ফেরআউনের প্রাসাদে আশ্রয় পান এবং সেখানে পুত্রস্নেহে বড়ো হতে থাকেন। একসময় তিনি যুবক বয়সে উপনীত হন।

হঠাৎ একদিন ঘটল মহা বিপত্তি। মুসা (আ.) দেখতে পেলেন, জনৈক মিশরীয় একজন বনি ইসরাইলিকে বিনা কারণে মারছে। মুসা (আ.) তাকে রক্ষা করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে মিশরীয়কে হত্যা করেন। এতে তিনি মিশরীয়দের রোষ থেকে বাঁচতে দেশ থেকে পালিয়ে ‘মিদিয়ান’ নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি নবুয়াত প্রাপ্ত হন। তিনি হজরত সালাহ (আ.)-এর মেয়েকে বিয়ে করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মাঝপথে তুর পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেন, ফেরআউনের কাছে যাওয়ার জন্য। কেননা, সে মিশরে বনি ইসরাইলের সাথে জুলুম করছিল। সেইসাথে আল্লাহ মুসাকে বিশেষ মুজেরাসংবলিত একটি লাঠি দেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন—

‘অতএব তোমরা তার (ফেরআউন) কাছে যাও এবং বলো, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। বনি ইসরাইলের ওপর অত্যাচার করো না এবং তাদের আমাদের সাথে যেতে দাও।’ সূরা : ত্বাহা- ৪৭

‘ফেরাউন বলল, হে মুসা! তুমি কি জাদুর শক্তি প্রয়োগ করে এ দেশ থেকে আমাদের বের করে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছ?’ ত্বাহা : ৫৭

এই ঘটনা বাইবেলে এভাবে এসেছে—

‘একদিন মুসা মরু প্রান্তরের ওপারে পরম ঈশ্বরের পর্বত হোরেবে এসে পৌঁছলেন। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাতে ঈশ্বর মুসাকে বললেন—মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা চলছে। তাদের হাহাকার আমি শুনেছি। দুধ ও মধু প্রবাহী একদেশে তাদের আনার জন্য আমি নেমে এসেছি। সেই দেশে কানানীয়, হিভীয়, পেরেজীয়, আমোরীয়, হিব্বীয়, সেবুসীয় ও অন্যান্য জাতি বসবাস করছে... আমি (ঈশ্বর) তোমাকে (মুসা) মিশরে নির্যাতিত আমার (ঈশ্বর) জনগণের প্রধান নিযুক্ত করলাম। এসব জাতির মধ্যে বসবাসের জন্য তাদের (ইসরাইলিদের) এখানে আনতে হবে।’^{১৯}

আল্লাহর আদেশ পেয়ে মুসা (আ.) মিশরে ফিরে আসেন। হারুন (আ.)-কে সঙ্গে চলে যান রাজপ্রাদায়ে। ফারাওকে প্রস্তাব দেন বনি ইসরাইলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। ফারাও ভাবল, বনি ইসরাইলদের মুক্তি দিলে সস্তা এবং দক্ষ শ্রমের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সে মুসা (আ.)-এর প্রস্তাবে রাজি হলো না উপরন্তু তাদের মুখের ওপর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। মুসা (আ.) তাকে আল্লাহর গজবের ভয় দেখালেন। তাতেও ফেরআউন সাড়া দিলো না। ফলে গুরু হলো প্রকাশ্য সংঘাত।

একপর্যায়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১২৯০ সালে মুসা (আ.) বনি ইসরাইলদের নিয়ে মিশর ত্যাগ করে ফিলিস্তিনের দিকে রওনা দেন। ফারাও খবর পেয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। মুসা (আ.)

^{১৯}. হিব্রু বাইবেল, যাত্রাপুস্তক, তৃতীয় অধ্যায়ের ৭-১০ নম্বর শ্লোক।

সদলবলে লোহিত সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হন। সামনে লোহিত সাগরের অথই বারিরাশি, পেছনে ফারাও-এর বিশাল সৈন্য বাহিনী। এই কঠিন পরিস্থিতিতে অলৌকিক ক্ষমতাবলে মুসা (আ.) হাতের লাঠি পানিতে ছোঁয়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সাগর দুই ভাগ হয়ে মাঝপথে শুকনো রাস্তা হয়ে যায়। মুসা (আ.) বনি ইসরাইলসহ লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যান। আর তাদের অনুসরণ করে ফারাও বিশাল সৈন্যসমেত সাগরে ডুবে মরে।

সিনাই প্রান্তরে বনি ইসরাইল

দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও বনি ইসরাইলিদের বিপদের চূড়ান্ত সমাধান তখনও হয়নি। দীর্ঘ মরু প্রান্তর পেরিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, জায়গাটি নিরাপদ হলেও সেটা ছিল আরেক মরু প্রান্তর, যার নাম সিনাই। মুসা (আ.) সিনাই পাহাড়ের ওপর উঠে পবিত্র ভূমিকে (ফিলিস্তিন/কেনান) ভালো করে দেখলেন। সেখানে তখন চলছিল দুর্ধর্ষ এক জুলুমবাজের শাসন। অথচ এই ভূখণ্ডটাই একসময় শাসন করতেন ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ। মুসা (আ.) সেখান থেকে নেমে পবিত্র ভূমি উদ্ধারে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি যুদ্ধের জন্য লোকদের আহ্বান জানান। কিন্তু তারা ভয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। একপর্যায়ে তারা বলে, ‘আপনি আর আপনার আল্লাহ গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আমরা পারব না।’ তাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ ও কাপুরুষতা দেখে মুসা (আ.) রাগান্বিত হয়ে আল্লাহকে বলেন, বনি ইসরাইল থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য। অতঃপর আল্লাহ বনি ইসরাইলকে চল্লিশ বছর এই সিনাই প্রান্তরে আবদ্ধ রাখেন। এই ঘটনা আল্লাহ কুরআনে এভাবে বলেছেন—

‘স্মরণ করো যখন মুসা তার জাতিকে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা তিনি তোমাদের দান করেছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবির জন্ম দিয়েছেন, তোমাদের শাসকে পরিণত করেছেন এবং তোমাদের এমন সব জিনিস দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেননি।

হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! সেই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। পেছনে হটো না। পেছনে হটলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” তারা জবাব দিলো, “হে মুসা! সেখানে একটা অতীব দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই সেখানে যাব না। হ্যাঁ, তবে যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।”

ওই ভীরা লোকদের মধ্যে দুজন এমন লোকও ছিল, যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তারা বলল, “এ শক্তিশালী লোকদের মোকাবিলা করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ভেতরে প্রবেশ করলে তোমরাই জয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।”

কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বলল, “হে মুসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে, আমরা ততক্ষণ কোনোক্রমেই সেখানে যাব না। কাজেই তুমি ও তোমার রব-তোমরা দুজনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।”

এ কথায় মুসা বলল, “হে আমার রব ! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর ওপর আমার কোনো এখতিয়ার নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান লোকদের থেকে আমাকে আলাদা করে দাও।” আল্লাহ জবাব দিলেন- ঠিক আছে, তাহলে ওই দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।’ সূরা মায়দা : ২১-২৬



সিনাই প্রান্তর

সিনাই প্রান্তরে ৪০ বছর ধরে মুসা (আ.) দলবল নিয়ে যাযাবর অবস্থায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন। ৪০ বছর পর সিনাই পর্বতের পাদদেশে আল্লাহর সাথে নবি মুসা (আ.)-এর কথা হয়। এখান থেকেই মূলত ইহুদি ধর্মের যাত্রা শুরু। তিনি নিজ অনুসারীদের নিকট ফিরে আসলেন, কিন্তু ফিলিস্তিনে আর প্রবেশ করতে পারেননি। তার আগেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড : ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবি

ইহুদিরা দাবি করে যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটি তাদের অধিকারভুক্ত। কেননা, তারা তা স্রষ্টার নিকট থেকে পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছে। অথচ কুরআনের বক্তব্যে দেখা যায় যে, সিনাই পর্বত থেকে নেমে আসার পর মুসা (আ.) কেনান বা ফিলিস্তিনে অভিযান চালানোর আহ্বান জানালে ইহুদিরা ন্যাক্কারজনকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শাস্তিস্বরূপ তারা সেখানে চল্লিশ বছর ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু ইহুদিরা বনি ইসরাইলের এই অবাধ্যতা ও নাফরমানিকে এড়িয়ে গিয়ে দাবি তোলেন— সিনাই পর্বতে আল্লাহ মুসাকে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটি ইহুদিদের অধিকারভুক্ত। সেই ভূমির সীমানার ব্যাপারে বাইবেলের বক্তব্য হলো—

‘আমি তোমার চতুঃসীমানা লোহিত-সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত এবং মরুপ্রান্তর থেকে মহানদী পর্যন্ত স্থির করব। কেননা, আমি সেই দেশগুলোর অধিবাসীদের তোমার হাতে তুলে দেবো এবং তুমি তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে।’^{২০}

ইহুদিদের এই দাবিগুলো যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে একেবারেই জবরদস্তিমূলক। কেননা— প্রথমত : আল্লাহ মুসা (আ.)-কে ফিলিস্তিন ভূমির ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল শর্তসাপেক্ষ। যে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে এবং গুণের ভিত্তিতে আল্লাহ মুসা (আ.)-কে উক্ত ভূমির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ইহুদিরা স্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে। ফলে আল্লাহর সাথে তাদের সেই চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে।

ইহুদিরা ইবরাহিম (আ.)-এর বংশোদ্ভূত একটা অংশ ছিল। তারা তখন মুসা (আ.)-এর দেখানো পথ অনুযায়ী ইবরাহিম (আ.)-এর ধর্ম (শরিয়ত) মেনে চলছিল। তাই সে সময়ে আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের থাকার অধিকার ছিল।^{২১} আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এ বিষয়ে বলেন—

‘আমি ইব্রাহিম ও লুতকে উদ্ধার করে সেই দেশে (কেনানে) পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। আমি তাকে (ইব্রাহিমকে) দান করলাম ইসহাককে এবং পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুবকে। আর তাদের প্রত্যেককেই করলাম সৎকর্মপরায়ণ।’ সূরা আল-আম্বিয়া : ৭১-৭২

^{২০}. হিব্রু বাইবেল, যাত্রাপুস্তক, ২৩ তম অধ্যায়ের ৩১ নং শ্লোক।

^{২১}. Imran N. Hosein, Jerusalem in the QUR'AN, p.70.

অর্থাৎ এই জমিটা মুসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছে কেবল ইবরাহিম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার কারণে। আর ইবরাহিম (আ.) এই ভূখণ্ডটি পেয়েছিলেন সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার গুণে। পরবর্তী সময়ে তাঁর দেখানো পথের অনুসারী লুত, ইসহাক ও ইয়াকুবকে এই ভূখণ্ডের নেতা বানানো হয়েছিল সেই একই গুণের বদৌলতে। সেই সূত্র ধরেই মুসা নবিও এই জমির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে শর্ত ছিল- তাদের অবশ্যই আল্লাহর দেখানো পথে চলতে হবে, সৎকর্মশীল হতে হবে এবং অন্যের ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তারা এই ভূখণ্ডে বসবাসের অধিকার হারাবে। এই শর্তগুলো ইবরাহিম (আ.)সহ উল্লিখিত নবিদেরও দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

‘আমি তাদের নেতা বানালাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহি নাজিল করলাম- সৎকর্ম করার, নামাজ কায়েম করার এবং জাকাত দান করার জন্য। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপ্ত ছিল।’

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

‘আর উপদেশ দেওয়ার পর আমি জাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।’

অর্থাৎ কেবল সৎকর্মপরায়ণ হলেই এই ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পারবে। অন্যথায় নয়। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে ইহুদিরা দীর্ঘ সময় ধরে কোনোভাবেই সৎকর্মপরায়ণ ছিল না; বরং বহুমুখী পাপাচারে লিপ্ত ছিল- আজকের দুনিয়ায় এটা প্রমাণিত সত্য।

সুদ খাওয়া কোনোভাবেই সৎকর্মপরায়ণ হতে পারে না। অথচ ইহুদিরা সুদ খাওয়াকে জায়েজ করতে তাওরাতের লিখন পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। আজকের পৃথিবীতে সুদব্যবসা ইহুদিদের অর্থ উপার্জনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

‘যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হচ্ছে শয়তানের স্পর্শে সহজাত বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়া মানুষের মতো। এজন্যই তারা বলে, ব্যাবসা তো সুদের মতোই; অথচ আল্লাহ ব্যাবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।’ সূরা বাকারা : ২৭৫

মহান রবের বাণীকে যারা পরিবর্তন করেছে, তারা কখনো সৎকর্মপরায়ণ হতে পারে না। তাদের জন্য রয়েছে সৃষ্টা প্রদত্ত শাস্তি। তাওরাত নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাব। আর ইহুদিরা এটিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর বাণীকে চরম অবমূল্যায়ন করে। মহান আল্লাহর বাণীকে বদলে ফেলার কারণে পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ বলেন-

‘(হে নবি!) বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করো, কত সুস্পষ্ট বাণী আমি তাদের দিয়েছি? আল্লাহর নিয়ামত (সুস্পষ্ট বাণীকে) যারা বিকৃত করে, তাদের শাস্তিদানে আল্লাহ অতি কঠোর।’ সূরা বাকারা : ২১১

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে অথবা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড়ো জালিম বা সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? আর জালিমরা কখনোই কল্যাণ ও পরিত্রাণ পেতে পারে না।’ সূরা আনআম- ২১

আজ পবিত্র ভূমিতে শুধু সুদই বৈধ নয়; আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত অনেক কিছুই সেখানে বৈধ।

যারা জালিম কিংবা তার দোসর, মহান রবের প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য কোনোভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়াতে বলেন- ‘আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।’ কুরআনের স্পষ্ট বাণী থেকে আমরা জালিমদের চিহ্নিত করতে পারি।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

‘আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে যে ব্যক্তি বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে...’ সূরা বাকারা : ১১৪

আজকে ইহুদিরা মহান রবের প্রিয় ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসে মুসলমানদের নামাজ পড়তে বাধা দিচ্ছে। পবিত্র ঘরে রক্তপাত অহরহই করে যাচ্ছে। মুসলমানদের নিজভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন-

‘স্মরণ করো! যখন বনি ইসরাইলের কাছ থেকে আরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে দেশছাড়া করবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে। আর তোমরাই এর সাক্ষী।’ সূরা বাকারা : ৮৪

আল্লাহ যখন থেকে ইবরাহিম (আ.)-কে মানবজাতির জন্য পিতা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, তখন থেকেই বিশ্ব জুড়ে একটি ধর্মই বিকাশ লাভ করা উচিত এবং এটাই অবধারিত। আর তা হবে ইবরাহিম (আ.)-এর ধর্ম। এই ধর্মকে চলমান করবে ধারাবাহিক নবিগণ। অতঃপর সমাপ্তি ঘটবে শেষ নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

‘এরপর আদম তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী পেল। সে তওবা করল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদিও আমি বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। তারপরও তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই (যুগে যুগে) সত্য পথের দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করব। তখন যারা এই নির্দেশনা অর্থাৎ নৈতিক বিধিবিধান অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না। আর যারা এই সত্য পথের নৈতিক বিধিবিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।’ সূরা বাকারা : ৩৭-৩৯

তা ছাড়া মহান আল্লাহ আরও বলেন—

‘যারা সত্য অস্বীকার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের অতীতের পাপ মোচন করবেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করবেন।’ সূরা মুহাম্মদ : ১-২

অন্যভাবে বলতে হয়; আল্লাহ যেহেতু জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)-কে পবিত্র ভূমির অধিবাসী বানিয়েছে, সেহেতু এখানে তাঁর অনুসারীরা বসবাস করার বৈধ ও ধর্মীয় অধিকার ভোগ করবে—এটাই স্বাভাবিক। ইহুদিরা যেহেতু ইবরাহিম (আ.)-এর ধর্ম পূর্ণভাবে অনুসরণ করে না, তাই তারা কোনোভাবেই পবিত্র ভূমির বৈধ ওয়ারিশ হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : মুসা (আ.) ফিলিস্তিনে অভিযানই চালাননি এবং সেখানে ঢুকতেও পারেননি। তিনি কেবল সিনাই পাহাড় থেকে পবিত্র ভূমিটি একনজর দেখেছেন এবং উদ্ধারের জন্য অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের অঙ্গীকার করা দুধ ও মধু প্রবাহী দেশে ইহুদিদের নিয়ে যেতে পারেননি। অর্থাৎ মুসা (আ.) লোহিত সাগর পার হয়ে জর্ডান নদীর তীরে ইহুদিদের নিয়ে এসেছিলেন। তবে জর্ডান নদী পার হয়ে কেনানদের দেশে পা রাখতে পারেননি। এর আগেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।^{২২}

জর্ডান নদীর তীরবর্তী (কেনানের বিপরীত পার্শে) মরুপ্রান্তরে তাঁর স্থায়ী নিবাসই বাইবেলের উপরোক্ত আলোকপাতের সাথে ভিন্নতা পোষণ করে। এখানেই স্পষ্ট হয়, তিনি কেনান দেশে যেতে পারেননি। আরও প্রমাণিত হয় ইহুদিরা বর্তমানের বাইবেলকে স্রষ্টা প্রদত্ত বাইবেল থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। স্থায়ী নিবাসের ব্যাপারে তাওরাতের স্পষ্ট বক্তব্য হলো—

‘মুসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মরু প্রান্তরের রেফিদিমে এসে শিবির স্থাপন করেন। এমন সময়ে আমোরীয় বা আমালেকরা ইহুদিদের আক্রমণ করে। মুসা (আ.) বীর যোদ্ধা ইউশার নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে আমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে আমালেকরা পরাজিত হয়। রেফিদিমেই মুসা (আ.) স্থায়ী নিবাস গড়েন এবং চার স্তরবিশিষ্ট বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন। মুসা (আ.)-এর শ্বশুর জেথরো সেখানে এসেছিলেন এটা দেখতে যে, মুসা (আ.) কীভাবে ইসরাইলিদের মিশর থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন।’^{২৩}

সত্যিকার্ষে মুসা (আ.) ইসরাইলিদের মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তির নেতৃত্ব দিয়েছেন। চল্লিশ বছর ধরে সিনাই পর্বতের পাদদেশে মরু প্রান্তরে যাযাবর জীবনযাপনের মাধ্যমে একস্রষ্টাবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কেনানের মাটিতে কোনোভাবেই ইসরাইলিদের নিয়ে যেতে পারেননি।

^{২২}. হিব্রু বাইবেল, যাত্রা ও জোশুয়াপুস্তক

^{২৩}. Tanach/Pentateuch, Exodus

নিপীড়নের জেরে মিশর থেকে সেমেটিক (পরবর্তীকালে ইহুদি) জাতির পলায়নের যে কাহিনি বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে তা যুক্তিসংগত; কিন্তু সেখানে বর্ণিত ঘটনার সময় ও কালের মাঝে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।^{২৪} জেনেসিসের সূত্র মতে—^{২৫} প্রথম মানব আদম (আ.)-এর বংশধারা সম্পর্কে দুবার, প্লাবনের কাহিনি দুবার, জেরুজালেম দখলের কাহিনি দুবার, ইয়াকুবের (আ.)-এর নাম কীভাবে ইসরাইল হলো তা দুবার উল্লেখ করেছে। কিন্তু একটির সাথে আরেকটির সময়কাল নির্দেশেও ব্যাপক অসংগতি লক্ষ করা যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সময়ে ইহুদিরা যে হিব্রু বাইবেল থেকে আমাদের রেফারেন্স দেয়, সেটি নবগঠিত অর্থাৎ পুরাতনটা থেকে সংশোধিত ও পরিবর্তিত।

যেমন ফিলিস্তিন ও আর্মেনীয়দের কথা জেনেসিসে (বাইবেলের প্রথম পুস্তক) এমন সময় উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তারা ফিলিস্তিনেই আসেনি।

^{২৪}. মুসা (আ.)-এর বিদায়ের বছর পরে বিভিন্ন গোত্রের লেখকরা পৃথক পৃথকভাবে বাইবেলের বইগুলো লিখেছিল, তাই তাদের মধ্যে নানা অসংগতি রয়েছে। যেমন : কোনো বইতে কেনানের স্রষ্টা এল'কে, আবার কোনোটিতে ইয়াহওয়েহকে ইহুদি স্রষ্টা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বাইবেল লেখার শুরুতেই গলদ ছিল।

^{২৫}. তানাখ-এর আদিপুস্তক (Genesis) : ১.১-২.৩ এবং ২.৪-২৫।